বেতাই না মুজিবনগর; কোনটা সঠিক?

একটি ছবি। কিন্তু দুটি স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে ভিন্ন্ন স্থানের ক্যাপশন। দুটি ক্যাপশনই মুক্তিযুদ্ধের গৌরাবান্বিত ইতিহাস বহন করে। প্রশ্ন হচ্ছে, একই ছবি কিভাবে দুটি ইতিহাস তৈরি করে? আমাদের মত পাঠকদের মনেও হয়তো প্রশ্ন তৈরি হবে কোনটি সঠিক? বেতাই না কী মুজিবনগর।

মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের (সাবেক মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজ) ‘ইতিহাসের পাতা থেকে মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন’ স্মারক সংখ্যা ও কলেজে অধ্যক্ষর কক্ষের ডিসপ্লে বোর্ডে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ উঠেছে স্মারক সংখ্যার সম্পাদক মাসুদ রেজার বিরুদ্ধে। মাসুদ রেজা মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ভুগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

স্মারক সংখ্যার কোথাও মরহুম ছহিউদ্দিনকে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার বা জড়িত থাকার তথ্য না থাকলেও সাবেক জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খানের বাণীতে মরহুম ছহিউদ্দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্মারক সংখ্যার একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে ভারতের বেতাই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পতাকা উত্তোলন করছেন ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম সেখানে পতাকাকে সালাম জানাচ্ছেন মরহুম ছহিউদ্দিন। ওই একই ছবি মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষর কক্ষে নোটিশ বোর্ডে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে শপথ অনুষ্ঠানের বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ থেকে ২০২২ সালের মার্চ প্রকাশিত ইতিহাসের পাতা থেকে মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন (স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত) নামের একটি স্মারক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত স্মারক সংখ্যা ও কলেজের অধ্যক্ষর কক্ষে ইতিহাস পরিক্রমায় ছহিউদ্দিন কর্ণার

[illegible] [illegible]


শপথ অনুষ্ঠানে প্রথম সরকারের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময়

[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]



হয়েছে।

আবার এই ছবিটিই ক্যাপশন বদলিয়ে ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের রুমে ডিসপ্লে বোর্ডে সাটানো হয়েছে।বোর্ডের একাংশে লেখা “ইতিহাস পরিক্রমায় ছহি উদ্দিন বিশ্বাস”। তার নিচে দেওয়া রয়েছে ৬টি ছবি। বোর্ডের অপরাংশে লেখা আছে মহান মুক্তিযুদ্ধের সাহসী সংগঠক ও মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক ছহিউদ্দিন বিশ^◌াস এর জীবনতরী। বোর্ডে দেওয়া ছয়টি ছবির মধ্যে (বাম থেকে) দ্বিতীয় ছবিটি ক্যাপশন বদলানো সেই ছবি। ক্যাপশনে লেখা আছে “শপথ অনুষ্ঠানে প্রথম সরকারের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময়”। একই ছবি ভারতের বেতাই ক্যাম্পের আবার প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের। এটি পরিকল্পিত বিকিৃত বলে মনে করেছেন অনেকেই। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরণের ইতিহাস বিকৃতি সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরাও অনেকটাই অবাক হয়েছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ একরামুল আযীমকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বলেন, আমি এই সংকলণ বা আমার রুমের ডিসপ্লে বোর্ডের ছবি বা লেখা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবো না। ৫২ পৃষ্ঠার সংকলনটির কোনো একটি স্থানেও আমার কোনো নাম নেই। এটি সম্পাদনা করেছেন, কলেজের সহকারী অধ্যাপক এম মাসুদ রেজা, তাকেই জিজ্ঞাসা করেন। আপনার কলেজের অনেক শিক্ষার্থী এই বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তিতে আছে। তাদেরকে আপনি কোনটি ঠিক বলে উত্তর দেবেন এবং এটি ইতিহাস বিকৃতি কিনা এমন

[illegible] [illegible] [illegible]


ইতিহাস পরিক্রমায় ছহিউদ্দিন বিশ্বাস

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

তারা।

মুজিবনগরে ১৭ এপ্রিলের কোরআন তেলোয়াতকারী বাকের আলী বলেন, ৭১ সালের ১৭ এপ্রিলের শপথ অনুষ্ঠানে মরহুম ছহিউদ্দিন সাহেব উপস্থিত ছিলেন না। অথচ, একটি ছবির ক্যাপশন বদল করে তাকে উপস্থিত দেখানো ঠিক হয়নি। এটি ইতিহাস বিকৃতি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন আচরণ শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হবেন।

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক যুগান্তরের জেলা প্রতিনিধি তোজাম্মেল আযম বলেন, একটি স্মরণিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি কমিটি থাকতে হয়। অথচ, এই স্মরণিকাটি মাত্র একজনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। সেকারনে, মারাত্বক একটি অপরাধও সংগঠিত হয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব:) এম এ মালেক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মো: নুরুল ইসলাম তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, জাতীর শ্রেষ্ট অর্জন মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি একটি জঘন্য অপরাধ। সে যেই হোক ইতিহাস বিকৃতিকারির বিচার হওয়া উচিত।

তৎকালিন বৈদ্যনাথতলা সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সভাপতি দোয়াজ উদ্দিন মন্ডল (যিনি ১৭ এপ্রিলের আনুষ্ঠানিকতার প্রত্যক্ষ সংগঠক ছিলেন) বলেন, আমি অনেকবার বলেছি, মেহেরপুরের কোনো নেতাই সেদিন মুজিবনগরে উপস্থিত ছিলেন না। তারপরও যারা এধরনের ইতিহাসকে বিকৃত করে তাদের বিচার হওয়া উচিৎ। এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত নেতা মোমিন চৌধুরীর ভিডিও রেকর্ড মেহেরপুর প্রতিদিনের সংগ্রহে আছে। তিনিও মরহুম ছহিউদ্দিন বিশ্বাসের উপস্থিতির কথা স্বীকার করেননি।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, ইতিহাস বিকৃতি খুবই লজ্জাজনক, শিক্ষার্থীরা এতে বিভ্রান্তি হবে। মরহুম ছহিউদ্দিন সাহেব ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরের অনুষ্ঠানে ছিলেন না (প্রিন্ট ভার্সনে ছাপাজনিত ভুলের কারণে ‘না’ শব্দটি বাদ গিয়েছে)। তাঁকে নিয়ে ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা করা মানে তাঁকেই খাটো করা হয়েছে।

তবে স্মারক সংখ্যার সম্পাদক ও মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাসুদ রেজার সাথে মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে কথা বলার জন্য বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি এবং তিনি ফোন ব্যাকও করেননি।

আগামী নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী হবে – মুজিবনগর দিবসে বক্তারা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মুজিবনগরে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন করা হয়েছে। দিনব্যাপী নানা কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলায় সাধারণ ছুটি ঘোষনা করা হয়। ভোরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও মুজিবনগর থানার ওসি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দিবসের কর্মসূচী শুরু করেন। পরে সকাল ৯টায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পন করেন। পরে সকাল ১১টায় শেখ হাসিনা মঞ্চে দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ এমপি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, কেন্দ্রীয় সদস্য অ্যাড. আমিরুল আলম এমপি, পারভিন জামান কল্পনা, অ্যাড, গ্লোরিয়া ঝর্ণা এমপি, নির্মল চ্যাটার্জি, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি, তৎকালীন সাবেক এসপি মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। সমাবেশ পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগের খুলনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ বলেন, আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচন। এখন থেকে ষড়যন্ত্রের আভাস হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আমরা কিন্তু টের পাচ্ছি। শেখ হাসিনা কাউকে ছাড় দিবেন না। যারা ষড়যন্ত্রকারী আমরা তাদের হুশিয়ার করছি। বাংলার জনগণ বারবার পলাশির যড়যন্ত্র দেখতে চায় না। আরেকটা পলাশি আপনাদের আর কোন দিন

করতে দেওয়া হবে। তাই আসুন শেখ হাসিনার ঝাণ্ডার তলে ঐক্যবদ্ধ থেকে আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, ঐতিহাসিক ১৭ এপ্রিলে পরিস্কার করে বলতে চাই, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী হবে। যে সংবিধানের জন্য আমাদের ৩০ লক্ষ মানুষকে প্রাণ িেদেত হয়েছিলো। যে সংবিধানের জন্য ২ লক্ষ মা বোনের সম্ভব দিতে হয়েছিলো। যে সংবিধানের জন্য আমরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলাম। সেই সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে। যাদের নির্বাচন করার সক্ষমতা আছে তারাই নির্বাচনে আসবেন। নির্বাচনে অংশ নিয়ে প্রমান করবেন জনগণন কাকে চায় বা কাকে চায় না। ওই রাজপথে দাড়িয়ে ভাষণ দিয়ে জনগণ কার পক্ষে আছে এটা বলার সুযোগ নেই।

সভাপতির বক্তব্য আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিম বলেন, জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র নেতা। যিনি মুক্তিযুদ্ধের সকল কর্মসূচী ঘোষণা করার একমাত্র মালিক ছিলেন। বর্তমান অপরাজনীতির বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মোকাবেলা করবোই।
এর আগে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পন করেন। সমাবেশে আগে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন চিত্র নিয়ে আনসার ও ভিডিপির সদস্যরা গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করেন।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল ও মুজিব নগর সরকার- একটি সাক্ষাৎকার

আজ ঐতিহাসিক সতেরই এপ্রিল। ১৯৭১ সালের ঠিক এই দিনে মেহেরপুর মহকুমাধীন বৈদ্যনাথতলায় আম্রকাননে বাংলাদেশের মুক্তিপাগল সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা-সনদ ঘোষণা করা হয়।

১৭৫৭ সালে পলাশীর এক আ¤◌্রকাননে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে বাংলার স্বাধীনতা সুর্য অস্ত যায়। আবার ১৯৭১ সালের এই

দিনে বৈদ্যনাথতলায় আর এক আ¤◌্রকাননে স্বাধীনতার রক্তেভেজা সনদ ঘোষিত হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদপুষ্ট পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বর আক্রমনের মুখে এক রক্তভেজা দিনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দশ সহ¯◌্রাধিক মানুষের গণবিদারী শ্লোগান, বিপুল করতালি আর উল্লাসের মাঝে এই স্বাধীনতা সনদটি পাঠ করেন আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির তদানীন্তন চীফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী (পরে শিক্ষামন্ত্রী)।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী ১৯৭২ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিব নগর দিবস উপলক্ষ্যে দৈনিক বাংলায় একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন যা ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিলে প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন শওকত আনোয়ার। সাক্ষাৎকারটি অবিকল উপস্থাপন করা হল:

“১৬ই এপ্রিল। উনিশশো একাত্তর সাল। রাত দশটা। মুজিব নগরে একটি বাড়ীতে বসে আছি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব হঠাৎ এসে উপস্থিত। এসেই বললেন- কালকে তোমাকেই স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করতে হবে। এটা আমাদের সিদ্ধান্ত। তৈরী থেকো। অপেক্ষা করলেন না। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব চলে গেলেন। আমি চমকে উঠলাম। সাড়ে সাত কোটি মুক্তিপাগল বাঙালীর স্বাধীনতার ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে আমিই পাঠ করবো? একদিকে শংকা ও ভয়। অন্যদিকে অপ্রত্যাশিত আনন্দ। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছি- আগামীকাল একথা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে দখলদার পাক বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। প্রতিশোধ নিতে চাইবে। তখনো আমার মা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন দিনাজপুরে আছে বলেই শুনেছি। তবে কেমন ও কি অবস্থায় আছে জানিনা। তাই ভয়-দস্যু বর্বর বাহিনী ক্ষেপে গিয়ে তাদেও উপরই প্রতিশোধ নিতে পারে। সাথে সাথে মনে এক অনাস্বাদিত অনুভূতি- বিশ্বে কজনার ভাগ্যে এ সুযোগ আসে? একটি নতুন জাতির স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের গৌরব এতো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

কথা কটি বললেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এখন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী। গত বছর ঠিক এই ১৭ই এপ্রিল বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে তাঁরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা। ঘরোয়া পারিবেশে গত শনিবার রাতে তাঁরই সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী বললেন, বিশ্বাস করুন সেদিন রাতে ভালো ঘুম হয়নি। একটা অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসে। মনে আসে নানা কথা। নানা

স্মৃতি এসে ভীড় করছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আজ কোথায়? কেমন আছেন? আদৌ বেঁচে আছেন কিনা? তিনি এখন আমাদের মাঝে নেই- একথা বিশ্বাস হতে চায় না। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিটি নির্দেশ কানে বাজছে। মনে হল, এইতো বঙ্গবন্ধু কাছেই আছেন। পাশের ঘরেই হয়তো ডাক পড়বে। নির্জন কক্ষে শুয়ে আছি। চোখে ঘুম নেই। প্রতিটি মুহুর্তই একটি নতুন অনুভূতি। কতকগুলো মুখ আমার চোখের সামনে ভাসছে। মা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন। ভাসছে গ্রামের মানুষের মুখ। বাংলাদেশের মানুষের মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি। স্মৃতির উত্তাপ বাড়ছে। বাড়ছে অস্থিরতা। সত্যি কথা বলতে কি, সেদিনের কথা ভাবতে গেলেই আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। হয়তো এ আমার দুর্বলতা। হয়তো নয়। কিন্তু এ আমার জীবনের মধুরতম স্মৃতি।

সাক্ষাৎকারের এখানে কিছুক্ষণ বিরতি। স্মৃতির রথে চড়ে অধ্যাপক ইউসুফ আলী ফিরে গেছেন একটি বছর পিছনে। হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেলেন।

জানেন, পরদিন সকালে উঠেই কি বিপদে পড়েছিলাম। আমার পরনে তো লুঙ্গি আর পাঞ্জাবী। তাও ধোয়া নয়। সাথে দ্বিতীয় কোন কাপড় নেই। এখন উপায়? সভায় কি পরে যাব? ছুটলাম কামরুজ্জামান সাহেবের (মন্ত্রী) আস্তানায়। আমার অবস্থা শুনে তাঁর মুখেও ম্লান হাসি। বললেন, এক সেট পাজামা-পাঞ্জাবী আছে। কিন্তু মানাবে কিনা। বললাম, তাই সই। বেঢক সেই পাজামা-পাঞ্জাবীই পড়ে নিলাম। আর এমনই ভাগ্য-পাঞ্জাবীর দুটো পকেটই ছেঁড়া। সাত-আটদিন সেভ করিনি। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরে দেখলাম অন্যদের অবস্থাও প্রায় এক।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী বলে চলেন, ১৭ই এপ্রিল বেলা দশটার দিকে আমরা গাড়ীতে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় পৌঁছি। সুদৃশ্য আম্রকাননে বিরাট মঞ্চ। মঞ্চের উপর দুটো টেবিল। সাতখানা চেয়ার পাতা রয়েছে। মঞ্চের তিনপাশে কয়েকশো চেয়ার ও বেঞ্চ। মঞ্চের ঠিক সামনে কিছুটা জায়গা চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। একপাশে এমএনএ ও এমপিএগণ, একপাশে দেশী- বিদেশী সাংবাদিক ও প্রেস ফটোগ্রাফার আর সামনে কয়েক হাজার মানুষ।

বৈদ্যনাথতলা বর্ডার আউটপোস্টে আমরা চা-বিস্কুট খেয়ে নিলাম। আমাদের সশস্ত্র জোয়ানবাহিনী ও আওয়ামী লীগ কর্মীরাই এর ব্যবস্থা করেছেন। কয়েকজন বাঙালী তরুণ সিভিল অফিসারকেও দেখলাম। তাদের মাঝে দুজনের নাম এখনো মনে আছে- তৌফিক-ই-এলাহী ও ক্যাপ্টেন মাহবুবউদ্দীন।

চা পানের মধ্যেই আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রটি আমার হাতে দিলেন। আর বললেন, এটি এক্ষুণি বাংলায় অনুবাদ করে নাও। দেখলাম ঘোষণাটি ইংরেজীতে টাইপ করা। তখন হাতে একদম সময় নেই। সবাই একে একে আম্রকানন মঞ্চের দিকে চলে গেলেন। আমি ও বরিশালের এমপিএ জনাব নুরুল ইসলাম ঘোষণাটি বাংলায় অনুবাদ করছি। অনুবাদ কেমন হচ্ছে খেয়াল নেই। সময়ের দিকেই লক্ষ্য। সময় যে দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। বেশী দেরী করা চলবে না। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করতেই হবে।

এমন সময় ছাত্রনেতা আ. স. ম. আবদুর রব দৌড়ে এসে আমাকে বললো, স্যার, জাতীয় সঙ্গীত তো কেউ গাইতে জানে না। আপনাকেই গাইতে হবে।

আমি কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে আসতে বললাম। আবদুর রব আবার দৌড়ে গিয়ে চার-পাঁচজন ছেলেকে এনে আমার সামনে উপস্থিত করল। বিনা হারমোনিয়ামেই ওদের নিয়ে তক্ষুণি বসে গেলাম। একটি কাগজে ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’- গানের প্রথম আট লাইন লিখে ওদের হাতে দিলাম; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুরটা তুলে ওদেরকে প্রস্তুত করে নিলাম। পরে বললাম, জাতীয় সঙ্গীতের পরই আমার ঘোষণা পাঠ থাকবে। তাই তোমাদেরই গাইতে হবে।

মঞ্চ থেকে পবিত্র কোরান পাঠের সুর এল। আমরা দ্রুত পায়ে সেখানে উপস্থিত হলাম। অনুবাদ কপিতে যথেষ্ঠ কাটাছেড়া রয়েছে। কিন্তু ভাল করে লেখার তখন আর অবকাশ নেই।

মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমদ, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য জনাব মোহাম্মদ মনসুর আলী ও জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান। সবার ডানে রয়েছেন প্রধান সেনাপতি কর্নেল (এখন জেনারেল) আতাউল গনি ওসমানী।

কোরান তেলোয়াতের পর জাতীয় সঙ্গীত। সমবেত কণ্ঠে যখন ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’ গানের সুর, তখন অলক্ষ্যে আমার চোখে অশ্রু। লক্ষ্য করে দেখলাম- সবার চোখই অশ্রুসিক্ত। সে এক অনন্য মুহুর্ত। অনাস্বাদিত উষ্ণ অনুভূতি।

সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক ইউসুফ আলী আরও বলেন, এরপরই টাঙ্গাইলের এমএনএ (এখন স্বরাষ্টমন্ত্রী) জনাব আবদুল মান্নান স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা পাঠ করতে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন।

হঠাৎ একটি আশ্চর্য পরিবর্তন। এতক্ষণের ভয়-ভীতি, শংকা, আনন্দ, অস্থিরতা থেকে আমি মুক্ত। ধীর পদক্ষেপে মঞ্চে উঠলাম। অসংখ্য ক্যামেরা আমাকে ঘিরে রেখেছে। আমি স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করলাম। পাঠ শেষে ঘোষণাটি আমি অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের হাতে অর্পণ করি। তখন বেলা আনুমানিক এগারটা। মন্ত্রিপরিষদের সকলে আমার হাতে হাত মিলালেন। তখন তুমুল করতালি।

এরপরই অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম এক তেজদীপ্ত ভাষণ দেন। সবশেষে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের উদ্দেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক নীতির ব্যাখ্যা দেন। সাংবাদিকদেরও আগ্রহের যেন শেষ নেই।

হঠাৎ চারদিক থেকে হাজারো কণ্ঠে উচ্চারিত হল- ‘জয় বাংলা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জিন্দাবাদ’। শ্লোগান ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে আম্রকাননে। পড়ছে সমবেত সবার হৃদয়ে। সাগরের কল্লোল জাগে সবার প্রাণে। হৃদয়ের উষ্ণ আবেগে একে অন্যকে আলিঙ্গনে কাছে টেনে নিচ্ছে। একটা অব্যক্ত আনন্দ ও বেদনা গেঁথে আছে সকলের মনে। মাথার উপর মধ্যাহ্নের সুর্য যেন তখন আলোর স্পর্শে আমাদেরকে আশীর্বাদ করল। আমরা ধন্য হলাম।”

এটিই মুজিব নগর সরকারের ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিলের ইতিহাস। নতুন প্রজন্মের কাছে এভাবে অবিকল তুলে ধরতে হবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। এমন ইতিহাস শিশুতোষ পুস্তকে পাঠ্য হতে পারে, যাতে নতুন প্রজন্ম প্রকৃত ঘটনা প্রকৃত উৎস থেকে জানতে পারে। সময়ের সাথে নিজের অবস্থানটা ঠিক রেখে লিখিত ইতিহাস, ইতিহাস হতে পারে না।

লেখক: মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান, প্রকল্প পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।